

সরকারি আইনগত সহায়তা (লিগ্যাল এইড) বিষয়ক বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও উত্তর

বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর: প্রশ্ন ও উত্তর

১. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার নাম কি পরিবর্তন হয়েছে?

উত্তর: হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছে। পূর্বের “জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা”-এর সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে “বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর” প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের টোল-ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর কত?

উত্তর: বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের টোল-ফ্রি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর ১৬৬৯৯। এ নম্বরে কল করে যে কেউ বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ নিতে পারেন। এছাড়া মামলার প্রাথমিক তথ্য, লিগ্যাল কাউন্সিলিং, আইনগত সহায়তা সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়েও কথা বলতে পারেন।

৩. ১৬৬৯৯ নম্বরে কল করলে কি কোনো চার্জ প্রযোজ্য হয়?

উত্তর: না, ১৬৬৯৯ নম্বরে কল সম্পূর্ণ টোল-ফ্রি। কলকারীর কোনো খরচ হয় না। তবে এই সেবা শুধুমাত্র সরকারি অফিস চলাকালীন সময়ে পাওয়া যায়।

৪. বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় কোথায়?

উত্তর: প্রধান কার্যালয় ১৪৫, নিউ বেইলি রোড, ঢাকা-১০০০-এ অবস্থিত।

৫. বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের শাখা কার্যালয় কোথায় রয়েছে?

উত্তর: বাংলাদেশের সকল ৬৪টি জেলায় জেলা জজ আদালত ভবন বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে ‘জেলা লিগ্যাল এইড অফিস’ রয়েছে। এছাড়া সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ‘সুপ্রিম কোর্ট লিগ্যাল এইড অফিস’ অবস্থিত।

সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রম সংক্রান্ত : প্রশ্ন ও উত্তর

১. সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় কি কি আইনগত সহায়তা পাওয়া যায়?

সকল লিগ্যাল এইড অফিস থেকে প্রদত্ত সেবাসমূহ -

- আদালতে দায়েরযোগ্য, দায়েরকৃত বা বিচারাধীন মামলায় আইনি তথ্য ও পরামর্শ সেবা;

- মামলা দায়েরের পূর্বে বিরোধ মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ;
- আদালত বা ট্রাইব্যুনাল থেকে প্রেরিত মামলায় মধ্যস্থতার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ;
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনজীবীর ফি ও মামলার সংশ্লিষ্ট ব্যয় বহন।

২. সরকারি খরচে আইনি পরামর্শ ও মধ্যস্থতা সেবা কারা পেতে পারেন?

উত্তর: ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গ নির্বিশেষে যেকোনো ব্যক্তি সরকারি খরচে আইনি পরামর্শ পেতে পারেন এবং মধ্যস্থতা সেবা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন।

৩. সরকারি খরচে মামলায় আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তি কারা?

উত্তর: যেকোনো ব্যক্তি, কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা বা কোনো শ্রমিক যাদের বার্ষিক আয় সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত আয়কর সীমার নিচে, তারা সরকারি খরচে মামলায় আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

এছাড়া আর্থিক সীমা যাই-ই হোক না কেন, জুলাই যোদ্ধা বা জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ পরিবার; গুম হওয়া ব্যক্তি, তার পরিবার বা উক্ত গুপ্তের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি, যেকোনো শিশু, প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, নিরাশ্রয় ব্যক্তি, মানবপাচার শিকারের ব্যক্তি, নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু, অসচ্ছল বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, দুস্থ মাতা, বয়স্ক ভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ডিজিডি কার্ডধারী দুস্থ মহিলা, আদর্শ গ্রামে পুনর্বাসিত ব্যক্তির, পারিবারিক সহিংসতার শিকার সংস্কৃদ্ধ ব্যক্তি, আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অসমর্থ কোনো ব্যক্তি, বিনা বিচারে কারাগারে আটক অস্বচ্ছল কোনো ব্যক্তি, আদালত বা জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আর্থিকভাবে অসহায় বা অসচ্ছল হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তি - মামলা দায়ের বা চলমান মামলায় আইনগত সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪. লিগ্যাল এইড সেবার নির্ধারিত ফরম কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর: নির্ধারিত আবেদন ফরম সরাসরি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস থেকে সংগ্রহ করা যায়। এছাড়াও অধিদপ্তরের অধীন সুপ্রীম কোর্ট লিগ্যাল এইড কার্যালয় বা অনলাইনে অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট (www.dbla.gov.bd) থেকে ফরম ডাউনলোড করা সম্ভব। পাশাপাশি জেলা কারাগার এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের লিগ্যাল এইড কমিটির কাছ থেকেও এই ফরম পাওয়া যায়।

৫. লিগ্যাল এইড অফিসে আবেদন করতে কি কোনো টাকা লাগে?

উত্তর: না। আপস মিমাংসার বা আইনগত সহায়তার আবেদন করতে কোনো টাকা লাগে না।

৬. লিগ্যাল এইড সেবার মাধ্যমে কি কোনো আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়?

উত্তর: সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় না। তবে বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তর থেকে লিগ্যাল এইড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ, আইনজীবীর ফি, মধ্যস্থতাকারীর সম্মানী, বিনামূল্যে রায় বা আদেশের অনুলিপি, ডিএনএ পরীক্ষার খরচ, ফৌজদারি মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় এবং প্রযোজ্য আইনে নির্ধারিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যয় সরকারি খরচে বহন করা হয়।

৭. লিগ্যাল এইড অফিসে আপস-মিমাংসা না হলে কী করবেন?

উত্তর: লিগ্যাল এইড অফিসে আপস-মিমাংসার উদ্যোগ গ্রহণের পরও যদি বিরোধ নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুযায়ী আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে লিগ্যাল এইড অফিস থেকে “মধ্যস্থতা ব্যর্থ হয়েছে” মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ করে মামলা দায়েরের সময় আদালতে দাখিল করতে হবে।

৮. লিগ্যাল এইড অফিসে আপস-মিমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে কী করবেন?

উত্তর: লিগ্যাল এইড অফিসে মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে চুক্তির একটি কপি অবশ্যই সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করবেন। বর্তমান আইন অনুযায়ী এই চুক্তি আদালতের ডিক্রির সমপর্যায়ের এবং সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক। ভবিষ্যতে কোনো পক্ষ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে, আইনের বিধান অনুযায়ী আদালতে জারি মামলা দায়ের করে তা কার্যকর করা যাবে।

৯. লিগ্যাল এইড অফিস থেকে মধ্যস্থতার নোটিশ পেলে কী করবেন?

উত্তর: নোটিশ পাওয়ার পর নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে লিগ্যাল এইড অফিসে উপস্থিত হতে হবে। এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আইনজীবী নিয়োগের প্রয়োজন নেই এবং মধ্যস্থতা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়। লিগ্যাল এইড অফিসার, যিনি একজন বিচারক, নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে সমঝোতার চেষ্টা করেন। তাই উপস্থিত হওয়ার সময় বিরোধ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত।

আপসের সুযোগ থাকলে তা গ্রহণ করা উত্তম; অন্যথায় পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এজন্য দ্রুত ও সহজ সমাধানের জন্য লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে মধ্যস্থতা গ্রহণ করা সর্বোত্তম।

১০. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে যাওয়ার সময় কী কী কাগজপত্র সঙ্গে নেওয়া উচিত?

উত্তর: জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে যাওয়ার সময় সংশ্লিষ্ট বিরোধ বা বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নেওয়া উচিত।

যেমন- জাতীয় পরিচয়পত্র, পারিবারিক বিরোধের ক্ষেত্রে কাবিননামা, প্রয়োজন অনুযায়ী তালাকনামা, নির্যাতনের ক্ষেত্রে মেডিকেল সার্টিফিকেট, জমি সংক্রান্ত বিরোধে পাচা, খতিয়ান ও দলিল, এবং উত্তরাধিকার বা বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে মৃত্যু সনদ ও ওয়ারিশনামা।

এছাড়া, বিরোধ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে গেলে সেবা গ্রহণ আরও সহজ ও দ্রুত হয়।

১১. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করলে কি কোনো আইনি জটিলতা সৃষ্টি হবে?

উত্তর: না, মধ্যস্থতার জন্য আবেদন করলে বাদী বা বিবাদী- কারো ক্ষেত্রেই কোনো আইনি জটিলতা সৃষ্টি হয় না। আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা অনুযায়ী, লিগ্যাল এইড অফিসে মধ্যস্থতার জন্য যে সময় ব্যয় হয়, তা পরবর্তীতে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে তামাদির মেয়াদ গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

১২. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে মধ্যস্থতার উদ্যোগ কি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে?

উত্তর: সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা ২০ টি জেলায় আইনগত সহায়তা প্রদান আইনের তফসিলভুক্ত ৭টি ক্ষেত্রে, যেমন –পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩, বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১, সহকারী জজ আদালত এখতিয়ারভুক্ত বণ্টন বিরোধ, State Acquisition and Tenancy Act, 1950 এবং Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 আইনের অগ্রক্রয়ের মামলা, পিতামাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩, যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮, মামলা দায়েরের পূর্বে লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে মধ্যস্থতার উদ্যোগ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

১৩. বাংলাদেশে কতটি জেলায় বাধ্যতামূলক মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-case Mediation) চালু আছে?

উত্তর: বর্তমানে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০-এর ২৯খ ধারায় উল্লিখিত কিছু ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক মামলাপূর্ব মধ্যস্থতা (Pre-case Mediation) প্রক্রিয়া ২০টি জেলায় চালু রয়েছে।

এই জেলাগুলো হলো-ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফরিদপুর, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, বাগেরশাহ, জয়পুরহাট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া, বিনাইদহ এবং রাঙামাটি।

১৪. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে আবেদন করার পর অপরপক্ষ উপস্থিত না হলে কী করবেন?

উত্তর: নির্ধারিত তারিখগুলোতে অপরপক্ষ উপস্থিত না হলে অভিযোগ নম্বর ও নির্ধারিত তারিখসহ জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

যদি মধ্যস্থতার মাধ্যমে আপস-মিমাংসা সম্ভব না হয়, তাহলে লিগ্যাল এইড অফিসের সহায়তায় প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে আদালতে মামলা দায়ের করে আইনি প্রতিকার গ্রহণ করা যাবে।

১৫. সরকারি আইনগত সহায়তা পেতে কি উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজন?

উত্তর: না, লিগ্যাল এইড সেবা পাওয়ার জন্য উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কোনো প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজন হয় না। তবে উপজেলা বা ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে কেউ আবেদন করলে তারা সেই আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে প্রেরণ করতে পারেন।

১৬. মামলায় সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা পেতে হলে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল বিষয়ে উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজন?

উত্তর: না, মামলায় লিগ্যাল এইড সেবা পাওয়ার জন্য আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষরকৃত কোনো প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজন হয় না। যেকোনো ব্যক্তির আয়কর সীমার নিচে হলে তিনি মামলায় আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

তবে উপজেলা বা ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে কেউ আবেদন করলে তারা সেই আবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে প্রেরণ করতে পারেন।

১৭. জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে আইনি সেবা পাওয়া যাবে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, পারিবারিক সহিংসতার শিকার যেকোনো ব্যক্তি জেলা লিগ্যাল এইড অফিস থেকে আইনগত সহায়তা পেতে পারেন। প্রয়োজনে আইনি পরামর্শ, মধ্যস্থতা এবং মামলায় সহায়তাও প্রদান করা হয়।

শিশু সংক্রান্ত আইনগত সচেতনতামূলক বিবিধ বিষয়ের প্রশ্ন ও উত্তর

১. আইনের চোখে কাদেরকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়?

উত্তর: শিশু আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪ অনুযায়ী, অনুর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সি সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য।

২. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী “অপ্রাপ্তবয়স্ক” বলতে কাকে বোঝায়?

উত্তর: বিয়ের ক্ষেত্রে ২১ বছর পূর্ণ করেনি এমন পুরুষ এবং ১৮ বছর পূর্ণ করেনি এমন নারীকে “অপ্রাপ্তবয়স্ক” বলা হয়।

৩. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ অনুযায়ী “প্রাপ্তবয়স্ক” বলতে কাকে বোঝায়?

উত্তর: বিয়ের ক্ষেত্রে ২১ বছর পূর্ণ করেছে এমন পুরুষ এবং ১৮ বছর পূর্ণ করেছে এমন নারীকে “প্রাপ্তবয়স্ক” বলা হয়।

৪. বাল্যবিবাহ করলে কী শাস্তি হতে পারে?

উত্তর: বাল্যবিবাহে জড়িত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদণ্ড বা ১ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন। জরিমানা পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত ৩ মাস কারাদণ্ড হতে পারে। অপ্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ মাস আটক বা ৫০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় শাস্তি হতে পারে।

৫. শিশু সংক্রান্ত সমস্যায় থানায় কোথায় যোগাযোগ করতে হবে?

উত্তর: শিশু সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যায় থানার “শিশুবিষয়ক ডেস্ক”-এ যোগাযোগ করতে হবে। প্রতিটি থানায় একজন সাব-ইন্সপেক্টর বা তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে এই ডেস্ক পরিচালিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে মহিলা সাব-ইন্সপেক্টরকে এই দায়িত্ব প্রদান করা হয়, যাতে শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

দেওয়ানি বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. মামলা ছাড়া আইনগতভাবে বিরোধ কিভাবে নিষ্পত্তি করা যায়?

উত্তর: মামলা ছাড়াও বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প পদ্ধতি যেমন, আপস-মীমাংসা বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে করা যায়। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে মধ্যস্থতা করা সম্ভব। এতে সময় ও খরচ কম লাগে এবং সমাধানও অনেক দ্রুত হয়। উভয় পক্ষের সম্মতিতে এবং সমঝোতার ভিত্তিতে বিরোধ নিষ্পত্তি করা যায়।

২. কোন কোন মামলা/মোকদ্দমার জন্য আইনগত সহায়তা সেবা দেওয়া হয়?

উত্তর: পারিবারিক, শ্রম, দেওয়ানি ও ফৌজদারি-যে কোনো ধরনের মামলার জন্য এই সেবা প্রদান করা হয়।

৩. বাড়িওয়ালা অতিরিক্ত ভাড়া নির্ধারণ করেছেন। ভাড়াটিয়া কি মামলা করতে পারে?

উত্তর: বাড়ি ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী অতিরিক্ত ভাড়া নির্ধারণ বা আদায় করা হলে ভাড়াটিয়া সংশ্লিষ্ট এলাকার এখতিয়ারাধীন ভাড়া নিয়ন্ত্রক এর নিকট আবেদন করে প্রতিকার চাইতে পারে। তবে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ২০ টি জেলায় আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০-এর ধারা ২১খ অনুযায়ী ভাড়া বাড়ি সংক্রান্ত যেকোনো বিরোধে আদালতে মামলা করার আগে লিগ্যাল এইড অফিসে মধ্যস্থতার আবেদন করা বাধ্যতামূলক। মধ্যস্থতায় সমাধান না হলে পরবর্তীতে আদালতে মামলা করা যাবে।

৪. ঘোষণামূলক মামলা দায়েরের জন্য কী শর্ত রয়েছে?

উত্তর: সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৪২ ধারা অনুযায়ী ঘোষণামূলক মামলা (Declaratory Suit) দায়েরের জন্য প্রধানত বাদিকে আইনগত স্বত্ত্ব বা আইনগত চরিত্র (Legal Character) প্রমাণ করতে হয়, যা বিবাদী অস্বীকার করেছে। মূল বিষয়- (১) বাদিকে অবশ্যই স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হতে হবে, (২) মামলার কোনো কার্যকর প্রয়োজনীয়তা থাকতে হবে, (৩) ঘোষণার মাধ্যমে বাদীর আইনি অধিকার সুস্পষ্ট হতে হবে।

৫. ঘোষণামূলক মামলার প্রধান প্রধান ধরন কী কী?

উত্তর: মালিকানা সংক্রান্ত ঘোষণা (Ownership Declaration), চুক্তি সম্পর্কিত ঘোষণা (Contractual Rights), পারিবারিক সম্পত্তি সংক্রান্ত ঘোষণা, আইনি মর্যাদা ও পরিচয় সম্পর্কিত ঘোষণা।

৬. হেবা দলিল বাতিলের মামলা করা যাবে কখন?

উত্তর: কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে হেবা দলিল বাতিলের জন্য দেওয়ানি মামলা দায়ের করা সম্ভব। যেমন, হেবা সম্পত্তি বাস্তব দখলে হস্তান্তর না হলে অর্থাৎ হেবা কার্যকর না হলে, হেবা দলিল প্রতারণা বা জালিয়াতির মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করা হলে, হেবা দলিল প্রভাব বা জোরপূর্বক স্বাক্ষর করানো হলে, এবং হেবাদাতা মানসিকভাবে অক্ষম বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে হেবা দলিল বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

৭. আদালত থেকে (বিশেষত টাকা বা মূল্যবান বস্তুর জন্য) যখন মৃত ব্যক্তির ব্যাংকে জমানো টাকা, সঞ্চয়পত্র, শেয়ার বা অন্যান্য মূল্যবান সিকিউরিটিজ দাবি করার প্রয়োজন হয়, তখন আদালতের মাধ্যমে উত্তরাধিকার সনদ (Succession Certificate) পেতে কোন আদালতে আবেদন করতে হয়?

উত্তর: সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা জজ আদালতে (District Judge Court) বা সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যুগ্ম জেলা জজ আদালতে আবেদন করতে হয়। আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট আদালতে লিখিত দরখাস্ত পেশ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ফি জমা দেওয়া, আবেদন যাচাই এবং শুনানির পর আদালত এই সনদ জারি করেন।

৮. একজন শিশু কি আদালতে সাক্ষী দিতে পারে?

উত্তর: সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী একজন শিশু সাক্ষীর যোগ্যতা নির্ভর করবে তার বোধশক্তির উপর।

৯. সরকারের বিপক্ষে বিরুদ্ধ দখলজনিত স্বত্ত্বের দাবী প্রতিষ্ঠায় বাদীকে তার কত বছরের নিরবিচ্ছিন্ন দখল প্রমাণ করতে হবে?

উত্তর: ৬০ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন দখল প্রমাণ করতে হবে।

ফৌজদারি সংক্রান্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. চেক ডিজঅনার মামলার প্রক্রিয়া কী?

উত্তর: চেক ডিজঅনারের (Dishonour) ক্ষেত্রে ১৮৮১ সালের Negotiable Instruments Act-এর ১৩৮ ধারায় মামলা করা যায়। এর প্রধান ধাপগুলো হলো: চেক ডিজঅনারের পর ৩০ দিনের মধ্যে নোটিশ পাঠানো, নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ দিন পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে মামলা দায়ের। সাজা হিসেবে ১ বছর পর্যন্ত জেল বা চেকের সমপরিমাণ বা ৩ গুণ পর্যন্ত অর্থদণ্ড হতে পারে।

২. জাল দলিল বাতিলের জন্য ফৌজদারি মামলা করা যায়?

উত্তর: হ্যাঁ, জাল দলিল তৈরির মাধ্যমে প্রতারণা বা জালিয়াতি করলে শাস্তির জন্য ফৌজদারি মামলা করা যায়। দণ্ডবিধির ৪৬৩-৪৭৯ ধারায় জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে থানায় এফআইআর (FIR) বা আদালতে সিআর (CR) মামলা করা যায়। তবে দলিলটি পুরোপুরি বাতিল ও জমির মালিকানা ফিরে পেতে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী দেওয়ানি আদালতে মামলা করাই মূল উপায়।

৩. জামিনের ক্ষেত্রে আদালতের আদেশকৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ বন্ডের সমপরিমাণ টাকা কি দাখিল করতে হয়?

উত্তর: না। শুধু জামিনের ক্ষেত্রে আদালতের আদেশকৃত টাকার সমপরিমাণ বন্ড দাখিল করতে হয়।

৪. FIR করার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে কি?

উত্তর: FIR দায়ের করার কোন সময়সীমা নেই। তবে অপরাধটি সংঘটিত হয়ে গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব থানায় উক্ত অপরাধ সংঘটনের খবর দিতে হয়।

৫. ফৌজদারি মামলা কখন দায়ের করতে হবে সময় সম্পর্কে আইনের বিধান কি?

উত্তর: সাধারণত ফৌজদারি মামলা বা এজাহার (FIR) অপরাধ সংঘটনের পর যত দ্রুত সম্ভব দায়ের করতে হয়, এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা (যেমন- ১ মাস বা ৬ মাস) আইনে নির্ধারিত নেই, তবে অর্থোডক্স বিলম্ব মামলাকে দুর্বল করতে পারে। বিশেষ আইনে মামলা দায়েরের সময় উল্লেখ থাকলে উক্ত সময়ে মামলা দায়ের করতে হয়।

৬. ছোটখাটো ছুরি সংক্রান্ত বিষয়ে কোর্টে মামলা করা যাবে কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ মামলা করা যাবে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যদি ৩ লক্ষ টাকার কম হয় তাহলে গ্রাম আদালতের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করে প্রতিকার পেতে পারেন।

পারিবারিক বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. কোর্ট ম্যারিজ বা হলফনামা করে বিয়ে কি সঠিক পদ্ধতি?

উত্তর: ‘কোর্ট ম্যারিজ’ নামে আলাদা কোনো আইনগত বিয়ের পদ্ধতি নেই। হলফনামা শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের সন্মতির ঘোষণা মাত্র। বৈধ বিয়ের জন্য অবশ্যই কাবিননামার মাধ্যমে নিবন্ধন করে বিয়ে সম্পন্ন করতে হয়।

২. স্বামী খোঁজ-খবর নেয় না, ভরণপোষণ দেয় না-কী করবেন?

উত্তর: স্ত্রী পারিবারিক আদালত আইন, ২০২৩ অনুযায়ী ভরণপোষণের জন্য মামলা করতে পারেন। আদালত স্বামীর আয় এবং স্ত্রী ও সন্তানের প্রয়োজন অনুযায়ী ভরণপোষণ নির্ধারণ করে দিতে পারে। এটি স্ত্রী ও সন্তানের অধিকার।

৩. স্বামী স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আরেকটি বিয়ে করলে কী ব্যবস্থা?

উত্তর: স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে, বিষয়টি এমন নয়। সালিশি পরিষদের অনুমতি ছাড়া স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করলে তা বাংলাদেশে একটি ফৌজদারি অপরাধ। এর ফলে প্রথম স্ত্রী মামলা করলে স্বামীর ১ বছর পর্যন্ত জেল, ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। এর বাইরেও অনুমতি ছাড়া বিয়ের ক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রী পুরো দেনমোহরের অর্থ সাথে সাথে পাওয়ার অধিকারী।

৪. তালাক দেওয়ার প্রক্রিয়া কী?

উত্তর: তালাক দেওয়ার পর দুইটি নোটিশ তৈরি করতে হয়। একটি নোটিশ দিতে হয় ইউনিয়ন পরিষদ এর চেয়ারম্যান বা পৌরসভা হলে মেয়রের অফিসে। আর একটি কপি দিতে হয় স্বামী বা স্ত্রীর কাছে। চেয়ারম্যান বা মেয়র অফিসে নোটিশ পৌঁছানোর ৯০ দিন পর তালাক কার্যকর হয়। এই ৯০ দিনের ভিতরে চেয়ারম্যান বা মেয়র অফিসে আরবিট্রেশন কাউন্সিল গঠন করে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের আইনগত বাধ্যবাক্যতা রয়েছে। যদি নোটিশ দেওয়ার এই আইনগত প্রক্রিয়া মানা না হয়, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে কোনও তালাক হয়েছে বলে গণ্য হবে না। আরবিট্রেশন কাউন্সিল ছাড়াও লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমেও পুনর্মিলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. স্বামী বা স্ত্রী তালাকের নোটিশ পাঠালে ৯০ দিনের মধ্যে কী করবেন?

উত্তর: নোটিশ পাওয়ার পর সালিশি বোর্ড/আরবিট্রেশন কাউন্সিলে উপস্থিত হয়ে আপসের চেষ্টা করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে পুনর্মিলনের সুযোগ থাকে। যদি আপস না হয়, তবে তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।

৬. চেয়ারম্যান বা মেয়র অফিসে নোটিশ পৌঁছানোর পর ৯০ দিন পার হয়ে গেলে কী হবে?

উত্তর: ৯০ দিনের ভিতরে পুনর্মিলন হয়ে গেলে স্বামী-স্ত্রীর পুনরায় সংসার করতে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু ৯০ দিন পার হয়ে গেলে তালাক কার্যকর হয়ে যায়।

৭. বিয়ের কাবিননামা বা হলফনামা না থাকলে দেনমোহর/ভরণপোষণ কীভাবে পাবেন?

উত্তর: কাবিননামা বা হলফনামা না থাকলে বিয়ে প্রমাণের জন্য বিয়ের ছবি, ভিডিও, সাক্ষী, আত্মীয়-স্বজন বা কাজীর সাক্ষ্য এবং একসাথে বসবাসের প্রমাণ ব্যবহার করে পারিবারিক আদালতে দেনমোহর ও ভরণপোষণের মামলা করা যায়। এ ক্ষেত্রে আইনগত সহায়তার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রমাণ করে পাওনা আদায় করা সম্ভব। বিয়ের প্রমাণ হিসেবে যেই এলাকায় একসাথে বসবাস করেছিলেন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সিটি করপোরেশনের মেয়র/ কমিশনার হতে প্রত্যয়নপত্র ও সাক্ষীর সাক্ষ্য, সন্তানের জন্ম সনদ উপস্থাপন করা যেতে পারে। আদালত এসব প্রমাণ বিবেচনায় নিয়ে বিয়ে, দেনমোহর ও ভরণপোষণের সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারেন।

৮. কাবিননামা খুঁজে বের করার আইনি উপায় কী?

উত্তর: হারিয়ে যাওয়া বা খুঁজে না পাওয়া কাবিননামা (নিকাহনামা) উদ্ধারের প্রধান আইনি উপায় হলো সংশ্লিষ্ট কাজী অফিসে যোগাযোগ করা। বিয়ের তারিখ, বর-কনের নাম ও ঠিকানা ব্যবহার করে কাজীর রেকর্ড বই (ভলিউম বুক) থেকে নকল কপি (Certified Copy) তোলা যায়।

৯. সন্তানরা পিতা-মাতার ভরণপোষণ না দিলে কী করবেন?

উত্তর: পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ অনুযায়ী সন্তানদের পিতা-মাতার ভরণপোষণ দেওয়া বাধ্যতামূলক। অন্যথায়, পিতা-মাতা মামলা করতে বা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে আপস-মীমাংসার আবেদন করতে পারেন। লিগ্যাল এইড অফিস অভিযোগ পেলে অপর পক্ষকে নোটিশ দিয়ে ডেকে আপস-মীমাংসার চেষ্টা করে। আপস না হলে মামলা দায়েরের পরামর্শ দেয় এবং প্রয়োজনে সরকারি খরচে আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থাও করা হয়। আদালত প্রমাণ সাপেক্ষে সন্তানের বিরুদ্ধে জরিমানা বা কারাদণ্ডসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন।

১০. সন্তানের অভিভাবকত্ব/তত্ত্বাবধান কে পাবে?

উত্তর: সন্তানের ‘সর্বোত্তম স্বার্থ’ বিবেচনায় আদালত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। মুসলিম আইন অনুসারে, পিতা হচ্ছেন সন্তান ও সন্তানের সম্পত্তির প্রকৃত ও আইনগত অভিভাবক। সাধারনত একজন শিশু সন্তানের তত্ত্বাবধানের অধিকার বা দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পেয়ে থাকে ঐ শিশু সন্তানটির মাতা। পক্ষগণ যদি নিজেরা আপসের মাধ্যমে ঠিক করে নেয় তাহলে সেটি কার্যকর হতে পারে অথবা লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমেও আপস কার্যক্রম দ্বারা সমাধান হতে পারে। এর বাইরেও পারিবারিক আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

১১. মুসলিম বিয়ে নিবন্ধনের মূল শর্ত কি কি?

উত্তর: বাংলাদেশে মুসলিম বিয়ে নিবন্ধনের মূল শর্ত হলো বর-কনের পারস্পরিক সম্মতি, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (বর ২১, কনে ১৮ বছর), দেনমোহর নির্ধারণ এবং দুইজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে সম্পন্ন হওয়া। এই শর্তগুলো পূরণ করে নিকাহ রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফি দিয়ে বিয়ে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হয়।

১২. মৃত মায়ের সম্পত্তিতে কি মেয়েদের বেশি থাকে?

উত্তর: না, কে মারা গেল এটি বিবেচ্য বিষয় নয়। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি মুসলিম শরিয়া আইন অনুযায়ী বন্টন করা হবে।

১৩. পিতা বেঁচে না থাকলে দাদা-দাদি এবং মাতা বেঁচে না থাকলে নানা-নানি তাদের সন্তানদের অর্থাৎ নাতি-নাতনির কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাওয়ার অধিকারী হবেন কি না?

উত্তর: হ্যাঁ, বাংলাদেশে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ অনুযায়ী দাদা-দাদি ও নানা-নানি তাদের নাতি-নাতনির কাছ থেকে তাদের পিতা-মাতার অবর্তমানে ভরণ-পোষণ পাবেন।

১৪. বাংলাদেশে ২০১৩ সালের পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন অনুযায়ী, সন্তানদের উপযুক্ত উপার্জন থাকা সত্ত্বেও বাবা-মা বা পিতা-মাতার অবর্তমানে দাদা-দাদি/নানা-নানিকে ভরণপোষণ না দেওয়া বা দিতে বাধা দেওয়া কি দণ্ডনীয় অপরাধ?

উত্তর: হ্যাঁ, বাংলাদেশে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এর শাস্তি হিসেবে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অনাদায়ে ৩ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, বা উভয় দণ্ড হতে পারে। এমনকি স্বামী বা স্ত্রী পিতা-মাতার ভরণপোষণ দিতে বাঁধা দিলেও তারাও একই ভাবে শাস্তি পেতে পারেন।

ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. বেদখলি জমি পুনরুদ্ধারে আইনগত পদক্ষেপ কখন নেবেন?

উত্তর: সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন, ১৮৭৭-এর ৯ ধারা অনুযায়ী বেদখল হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে দেওয়ানি আদালতে দখল পুনরুদ্ধারের মামলা করতে হবে। স্বত্ব ঘোষণার মাধ্যমে দখল উদ্ধারের মামলা করতে দেওয়ানি আদালতে ১২ বছরের মধ্যে মামলা করা যায়। এছাড়া বেদখল হওয়া জমি পুনরুদ্ধারে নিজের নামে সর্বশেষ খতিয়ান বা নামজারি থাকলে ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন, ২০২৩ এর ৮ ধারায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদন করা যায়।

২. নামজারি (মিউটেশন/খারিজ) বাতিল বা সংশোধনের আইনি প্রক্রিয়া কী?

উত্তর: ভুল বা অন্যায়ভাবে নামজারি হলে আইনি প্রতিকার নেওয়া যায়। যদি নামজারি প্রক্রিয়া চলমান থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা এসিল্যান্ড অফিসে আপত্তি (Objection) দাখিল করে শুনানির মাধ্যমে সমাধান করা যায়। করণিক ভুল হলে, সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিস কেইস করা যায়।

৩. দলিলের সত্যায়িত কপি (নকল) পাওয়ার নিয়ম কী?

উত্তর: দলিলের সত্যায়িত কপি বা 'জাবেদা নকল' পেতে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ৩৬/৩৭ নং ফরমে আবেদন করতে হয়। দলিলের নম্বর, সাল, দাতা-গ্রহীতার নাম ও মোজা উল্লেখ করে নির্ধারিত কোর্ট ফি ও প্রয়োজনীয় তল্লাশ ফিসহ (সার্টিং) আবেদন জমা দিলে, সাধারণত ১-৫ কার্যদিবসের মধ্যে প্রত্যায়িত কপি সরবরাহ করা হয়।

৪. জমি বিক্রয় করার জন্য সর্বশেষ খতিয়ানে নিজের নাম থাকা কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর: হ্যাঁ, ক্রয়কৃত জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ খতিয়ানে নাম রেকর্ড করা বা দাতার নামে নামজারি থাকা বাধ্যতামূলক। নামজারি (Mutation) ও রেকর্ড হালনাগাদ না থাকলে জমি বিক্রি করা, দলিল রেজিস্ট্রি করা বা ব্যাংক ঋণ নেওয়া কঠিন হতে পারে।

৫. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করতে কি কাগজ লাগে?

উত্তর: ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশন থেকে ইস্যুকৃত মৃত্যুসনদ ও ওয়ারিশান সার্টিফিকেট প্রয়োজন। পরবর্তীতে কোনো প্রকার আইনি জটিলতা ছাড়াই লিগাল এইড অফিসের মাধ্যমে বন্টননামা করা সম্ভব।

৬. সাফ কবলা, দানপত্র, হেবার ঘোষণাপত্র, হেবাবিল এওয়াজ ইত্যাদি সম্পত্তি হস্তান্তরের বিভিন্ন দলিল বাতিলের উপায় কি?

উত্তর: সম্পত্তি হস্তান্তরের বিভিন্ন দলিল যেমন, সাফ কবলা, দানপত্র, হেবার ঘোষণাপত্র, হেবাবিল এওয়াজ ইত্যাদি দলিল আইনগত ও যৌক্তিক কারণে বাতিলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করে বাতিলের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। যদি কোন দলিল রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯০৮ অনুসারে রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে থাকে (অর্থাৎ বালাম বহিতে নকল বা কপি হয়ে থাকে), তবে আদালত এরূপ ডিক্রীর একটি কপি সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রি অফিসে প্রেরণ করবেন। আদালতের আদেশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, দলিলটি রেজিস্টার বইয়ের যে পৃষ্ঠায় নকল হয়েছে সেখানে বিলুপ্তির বিষয়ে টীকা লিপিবদ্ধ করবেন।

৭. ল্যাণ্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে কতদিনের মধ্যে মোকদ্দমা দায়ের করতে হয়?

উত্তর: সর্বশেষ জরিপের গেজেট প্রকাশের পর থেকে এক বছর অথবা আদালত মঞ্জুর করলে পরবর্তী আরও এক বছরের মধ্যে ল্যাণ্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করার সুযোগ রয়েছে। সময়সীমা পার হয়ে গেলে দেওয়ানি আদালতে মামলা করতে হয়।

অন্যান্য বিষয় প্রশ্ন ও উত্তর

১. মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় শাস্তি কিভাবে হয়?

উত্তর: মোবাইল কোর্ট আইন অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কোন অপরাধ সংগঠিত হলে অভিযুক্ত দোষ স্বীকারোক্তি দিলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্টে বিচার করতে পারেন। ব্যক্তি যদি দোষ স্বীকার না করে, তাকে গ্রেফতার করে আদালতে নিয়মিত মামলা দায়ের করতে হবে। উল্লেখ্য যে, মোবাইল কোর্ট কাউকে শাস্তি দিলে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আপিল এবং দায়রা জজ আদালতে রিভিশন দায়ের করা যায়।

২. সড়ক দুর্ঘটনায় কিভাবে আর্থিক সহায়তা পাবেন?

উত্তর: সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুযায়ী নিহত বা আহতদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান রয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ৫,০০,০০০ টাকা, গুরুতর আহত ব্যক্তিকে ৩,০০,০০০ টাকা এবং সাধারণ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ১,০০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। দুর্ঘটনার ৩০ দিনের মধ্যে ফরম-৩২ (Form-32) পূরণ করে ট্রাস্টি বোর্ড বরাবর, বিআরটিএ-এর প্রধান কার্যালয় বা বিভাগীয় অফিসে আবেদন জমা দিতে হয়। আবেদনের সাথে ডেথ সার্টিফিকেট, এফআইআর

(FIR), নিহত ব্যক্তির বৈধ ওয়ারিশন সনদ, আবেদনকারীর এনআইডি (NID) কপি ও দুর্ঘটনার বিবরণ দাখিল করতে হয়। বর্তমানে বিআরটিএ-এর ওয়েবসাইটে <https://brta.gov.bd/> সরাসরি অনলাইনেও আবেদন করা সম্ভব।

৩. গ্রাম আদালত কিভাবে গঠন হয়?

উত্তর: গ্রাম আদালতে পক্ষদের ১ জন করে ইউপি সদস্য ও ১ জন স্থানীয় ব্যক্তি এবং চেয়ারম্যানের সহ মোট ৫ জন মিলে (২ পক্ষ হলে) গঠিত হয়।

৪. গ্রাম আদালতে মামলা কতদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হয়?

উত্তর: স্থানীয় শুরুর ৯০ দিনের মধ্যে। এর মধ্যে নিষ্পত্তি করতে না পারলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে। এরপরেও নিষ্পত্তি করতে না পারলে গ্রাম আদালত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যায়।

৫. গ্রাম আদালত হতে কিভাবে মামলা/মোকদ্দমা দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে স্থানান্তর করা যায়?

উত্তর: গ্রাম আদালত আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী দেওয়ানী মামলা/মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা জজ আদালতে ও ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মিস কেস করতে হয়। উক্ত আদালত জনস্বার্থে বা ন্যায় বিচারের স্বার্থে মামলা/মোকদ্দমা স্থানান্তর করতে পারেন।